শাফাআতে মুস্তফা

20 August 2026

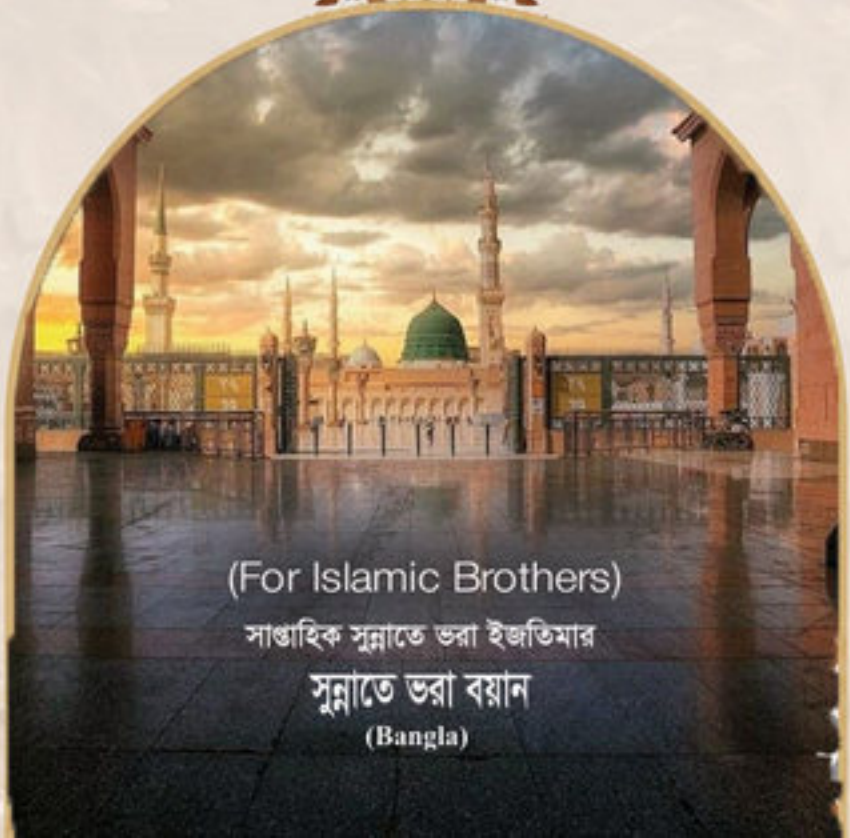

(For Islamic Brothers)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

শাফাআতে মুস্তফা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত..... 4
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 5
শাফাআত কি আসলেই সত্য?..... 6
শাফাআতের বিষয়ে জরুরী তথ্যাবলী..... 7
শাফাআত প্রসঙ্গে কুরআনী আয়াত..... 8
শাফাআত বিশিষ্ট আয়াত..... 10
মকামে মাহমুদের ব্যাখ্যা..... 12
শাফাআত সম্পর্কিত হাদিসে মুবারাকা..... 16
উম্মতের প্রতি প্রিয় নবীর ভালোবাসা..... 17
কিয়ামতের দিন কোথায় খুঁজবো?..... 18
শাফাআতের উপযুক্তকারী আমল..... 20
(১): ঈমান..... 20
(২): শাফাআতের প্রতি ঈমান..... 20
(৩): মদীনায় হাজিরী..... 21
(৪): চল্লিশটি হাদিস মুখস্ত করে নিন!..... 22
নেক আমল নম্বর ৮ এর প্রতি তাকিদ..... 23
যিকির ও দরুদের মাদানী ফুল..... 24
ঘোষণা..... 25
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া..... 26
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:..... 26

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 26
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 27
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 27
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 27
(৬) দরূদে শাফায়াত: 28
(১) এক হাজার দিনের নেকী 28
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 28
যিকির ও দরুদের অবশিষ্ট মাদানী ফুল 29
আল্লাহ পাকের নেয়ামত পাওয়াকালীন দোয়া 30
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 31
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 32
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 34
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 34
মাসিক ৪টি নেক আমল 35
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 35
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 35

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমরা গুনাহগারদের সুপারিশকারী নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ عَشْرَةً مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ وَ عَشْرًا مِنْ آخِرِهٖ نَالَتْهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ যে

আমার উপর ১০বার দিনের শুরুতে এবং ১০বার দিনের শেষ ভাগে দরুদ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন সে আমার সুপারিশ পাবে। **(কওলুল বদী,পৃ: ১২৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানের বিষয়বস্তু হলো শাফাআতে মুস্তফা। আজকে আমরা শাফাআতের বয়ান শুনবো ✯ কিয়ামতের দিন আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান কেমন হবে ✯ রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কী অসাধারণ শান, শানে মাহবুব সহকারে তাঁর গোলামদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবেন

☆ এই প্রসঙ্গে কুরআনে পাকের আয়াত এবং রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় হাদিসে মুবারাকা শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শাফাআত কি আসলেই সত্য?

হযরত হারব বিন সুরাইজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমি ইমাম যয়নুল আবেদীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদা ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম আর আরজ করলাম: হে প্রিয় ইমাম! ইরাকবাসীরা বলছে: কিয়ামতের দিন রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাফাআত করবেন। এই শাফাআত কি সত্য? হযরত ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি আহলে বাইতের উজ্জল প্রদীপ, তিনি বললেন: আল্লাহ পাকের শপথ! শাফাআত সত্য। আমাকে হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে হাদিস শরীফ শুনেছেন যে, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: আমি কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবো, এই পর্যন্ত যে আমার রব আমাকে বলবেন: اَرَضِيْتَ يَا مُحَمَّدُ! অর্থাৎ হে আমার মাহবুব! আপনি কি সন্তুষ্ট? আমি বলব: رَضِيْتُ হে আমার রব! আমি রাজি।

(মুসনদে বাযযার, ২/২৩৯-২৪০, হাদিস: ৬৩৮)

হযরত হারব বিন সুরাইজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিস শরীফ শোনানোর পর বললেন: হে ইরাকের অধিবাসী! তোমরা কী মনে করো কুরআনে কারীমের সবচেয়ে বেশি ভরসা প্রদানকারী কি শুধু এটা?

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ
(পারা ২৪, সূরা যুমার, আয়াত ৫৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।

আমি আরয করলাম: জ্বি! আমাদের মতে এই আয়াতই হলো সবচেয়ে বেশি ভরসা প্রদানকারী আয়াত (এই আয়াতে আল্লাহ পাক সমস্ত গুনাহগারদের বলে দিয়েছে যে, আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ না হতে! নিশ্চয় আল্লাহ পাক সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন)। ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কিন্তু আমরা সমস্ত আহলে বাইতদের সর্বসম্মতিক্রমে ফয়সালা হলো কুরআনে কারীমে সবচেয়ে বেশি ভরসা প্রদানকারী আয়াতে কারীমা হলো এটি: **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২০৯-২১০, হাদিস: ৩৭২৫)**

وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ؕ ﴿۵﴾
(পারা ৩০, সূরা দোহা, আয়াত ৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর নিশ্চয় অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এ পরিমাণ দান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

এতে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এত পরিমাণ দান করবেন যে, তিনি রাজি হয়ে যাবেন এবং রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হলো: যতক্ষণ পর্যন্ত আমার একজন উম্মতও জাহান্নামে থাকবে, আমি সন্তুষ্ট হবো না।

(আল মুহাররারুল ওয়াজিয লি ইবনে আতিয়া, পারা: ৩০, সূরা: দ্বোহা, আয়াতের পাদটীকা: ৫, ৫/৪৯৪)

শাফাআতের বিষয়ে জরুরী তথ্যাবলী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শাফাআতে মুস্তফা ইসলামের মৌলিক আকিদাসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আকিদা। শাফাআতের শাব্দিক অর্থ

হলো: ওয়াসীলা পক্ষান্তরে শরীয়তের দৃষ্টিতে কারো জন্য কল্যাণ কামনা করাকে শাফাআত বলা হয়। **(শরহুস সাভী আলা জাওহারাতুত তাওহীদ,পৃ: ৪০০)** ✯ আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামতের দিন শাফাআত করবেন এবং তাঁর শাফাআত কবুল করা হবে, এই বিষয়টির এই আকিদা রাখা ওয়াজিব। **(শরহুস সাভী আলা জাওহারাতুত তাওহীদ, পৃ:৪০০)** ✯ শাফাআতে মুস্তফা অস্বীকার করা কুফর। **(বাহরুর রায়িক, ১/৬১১)** কেন কুফর? এজন্য যে ব্যক্তি শাফাআতকে অস্বীকার করে, সে কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করে, যে শাফাআতের বিষয়টি অস্বীকার করল, সে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদিসকে অস্বীকার করল আর যে ব্যক্তি কুরআনের আয়াতের অস্বীকার করে সে মুসলমান থাকতে পারে না। এজন্য শাফাআতের অস্বীকারী ব্যক্তি ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায়।

শাফাআত প্রসঙ্গে কুরআনী আয়াত

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ (Informational) কথা বলবো, কুরআনে পাকে শাফাআতের বিষয়ে দুই ধরনের (Two types) আয়াত রয়েছে:

(১): এক প্রকার আয়াত হলো তা, যেগুলোতে শাফাআতের বিষয়ে নেতিবাচক আলোচনা এসেছে অর্থাৎ এটা বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কেউ শাফাআত করবে না।

উদাহরণস্বরীপ (For Example) পারা: ৩, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৫৪ তে রয়েছে:

يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: সেই দিন যার মধ্যে না কোন বেচাকেনা থাকবে, না কাফিরদের জন্য বন্ধুত্ব এবং না শাফাআত।

এখন দেখুন! এই আয়াতে কারীমায় পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কেউ সুপারিশ করবে না।

(২): দ্বিতীয় প্রকারের আয়াত হলো তা যার মধ্যে শাফাআতের প্রমাণ রয়েছে। যেমন পারা: ৩, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৫৫ তে রয়েছে:

مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: সে কে, যে তাঁর সম্মুখে সুপারিশ করবে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন ওইসব লোক শাফাআত করবে, যাদেরকে আল্লাহ পাক অনুমতি (Permission) দিবেন।

এখন উভয় প্রকার আয়াতের ব্যাখ্যা কি? এর মধ্যে পার্থক্য (Difference) কি? মনোযোগ দিয়ে শুনুন! শাফাআত দুই ধরনের হয়ে থাকে যথা (১): একটি হলো জাবার বিশিষ্ট শাফাআত। অর্থাৎ জোরপূর্বক শাফাআত, যেমন এই পৃথিবীতে কিছুলোক অনেক সময় ✯ নিজের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ✯ নিজের নাম ও পদবীর ভিত্তিতে ✯ নিজের অর্থ দিয়ে সুপারিশ করিয়ে থাকে আর সামনের লোককে না চাইতেও তার সুপারিশ মেনে নিতে হয়। এটি হলো জোরপূর্বক শাফাআত, এরকম শাফাআত কিয়ামতের দিন কেউ করতে পারবে না, কেননা আল্লাহ পাক

কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নন, তাঁর উপর কেউ নিজের হুকুম চালাতে পারবে না, তিনি কারো সামনে অপারগ নয়। সুতরাং ওইসব আয়াত যেগুলোর মধ্যে শাফাআতের বিষয়ে নেতিবাচক আলোচনা এসেছে, তাতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কেউ শাফাআত করতে পারবে না, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: জোরপূর্বক শাফাআত কেউ করতে পারবে না। (২): দ্বিতীয়টি হলো: শাফাআত বিল ইযান। অর্থাৎ অনুমতি ওয়ালা শাফাআত। এর অর্থ হলো কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাগণ ✯ তাঁদের বন্ধুত্বের খাতিরে ✯ আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁদের অবস্থান ও মর্যাদার কারণে ✯ আল্লাহ পাকের প্রিয়ভাজন হওয়ার কারণে আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে গুনাহগার মুসলমানদেরকে ক্ষমা করিয়ে নিবেন। অতএব যেসব আয়াতে শাফাআতের প্রমাণ রয়েছে, তার মধ্যে এই অনুমতি সম্বলিত শাফাআত উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

শাফাআত বিশিষ্ট আয়াত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিয়ামতের দিন আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুপারিশ করবে, এই বিষয়টি কুরআনে পাকের কয়েকটি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আসুন শুনে নিই!

পারা: ৩০, সূরা: দ্বোহা, আয়াত: ৫ এ ইরশাদ হচ্ছে:

وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۝

(পারা ৩০, সূরা ৩০, আয়াত ৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর নিশ্চয় অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এ পরিমাণ দান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

রেওয়ায়েতের মধ্যে রয়েছে: যখন এই আয়াতে কারীমাটি অবতীর্ণ হয়েছে তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: وَأَحَدٌ مِنْ اُمَّتِيْ فِي النَّارِ اِذًا لَا اَرْضٰى অর্থাৎ (যেহেতু এই ওয়াদা রয়েছে যে, আল্লাহ পাক আমাকে সন্তুষ্ট করবেন) সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আমার একজন উম্মতও জাহান্নামে থাকবে, আমি সন্তুষ্ট হবো না।

(আল মুহাররারুল ওয়াজিয লি ইবনে আতিয়া, পারা: ৩০, সূরা: দ্বোহা, আয়াতের পাদটীকা: ৫, ৫/৪৯৪)

পারা: ২৬, সূরা: মুহাম্মদ. আয়াত: ১৯ এ ইরশাদ হচ্ছে:

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ

(পারা ২৬, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ১৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আপনার বিশেষ লোকদের ও সাধারণ মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদের গুনাহসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

اللہ! اللہ! এই আয়াতে কারীমায় আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, হে আমার মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদের গুনাহ আমার নিকট ক্ষমার জন্য দোয়া করো।

এখন বলুন! গুনাহ ক্ষমা করানোকেই তো সুপারিশ বলা হয়। আর শাফাআত কোন জিনিসের নাম? আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে এই ধারণা করা যাবে কি যে, তাঁর রবের হুকুম মান্য করবেন না? এটা কখনো হতে পারে। আল্লাহ পাক হুকুম দিয়েছেন: হে মাহবুব! আপনার গোলামদের গুনাহ ক্ষমা করিয়ে নিন! اِنْ شَآءَ الله আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের গুনাহ ক্ষমা করিয়ে নিবেন।

পারা: ১৫, সূরা: বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৭৯ তে ইরশাদ হচ্ছে:

عَسٰۤى اَنْ یَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴿۷۹﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৭৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: একথা সন্নিকটে যে, আপনাকে আপনার প্রতিপালক এমন স্থানে দন্ডায়মান করবেন যেখানে সবাই আপনার প্রশংসা করবে।

হাদিসে পাকে রয়েছে: রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মকামে মাহমুদ কি? বললেন: هُوَ الشَّفَاعَةُ সেটা হলো শাফাআত। **(তিরমিযী, পৃ:৭২৪, হাদিস: ৩১৩৭)**

মকামে মাহমুদের ব্যাখ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মকামে মাহমুদ কি? কিয়ামতের দিন যখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মকামে মাহমুদে আশীন করা হবে, সেটা কেমন সুন্দর ও অপরুপ দৃশ্য হবে,

!الله !الله কিয়ামতের দিন রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কেমন কেমন শান দেখানো হবে, কয়েকটি হাদিসে মুবারাকা শ্রবণ করুন! ✯ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষত্বের মধ্যে একটি হলো কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তিনিই রওযায়ে পাক থেকে বের হবেন। ✯ !سُبْحَانَ الله যেই মাত্র তিনি নূরানী কবর শরীফ থেকে বের হবেন, তৎক্ষণাৎ ৭০ হাজার ফেরেশতা তাযীম ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য উপস্থিত হবে **(সুনানে দারামী, পৃ:৫৯, হাদিস: ৯৫)** ✯ এরপর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে বোরাক পেশ করা হবে, তিনি সেটার উপর আরোহন করে ময়দানে মহাশরে তাশরিফ নিবেন **(মুস্তাদরাক, ৪/১৩৬, হাদিস: ৪৭৮০)** ✯ !الله !الله

কেমন শান হবে? বললেন: اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ يَوْمَالْقِيَامَةِ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সমস্ত আদম সন্তানদের সর্দার হবো আমি। **(মুসলিম, পৃ:৪৯৭, হাদিস: ২২৭৮)** ✯ এক রেওয়ায়েতের মধ্যে বলেছেন: اَنَااَوَّلُهُمْ خُرُوجًا কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমিই কবর থেকে বের হবো ✯ وَ اَنَا قَائِدُهُمْ اِذَا وَفَدُوْا যখন সকলে আল্লাহ পাকের দরবারে দন্ডায়মান হবে, আমি সবার অভিভাবক হবো ✯ وَ اَنَا خَطِيبُهُمْ اِذَا أَنْصَتُوْا যখন সবাই নীরব হয়ে যাবে তখন আমি বক্তা হবো ✯ وَاَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ اِذَا حُبِسُوْا যখন তাদেরকে বাধা দেওয়া হবে (হিসাব শুরু করা হবে না), আমিই তাদের জন্য সুপারিশ করব ✯ وَاَنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا اَيِسُوْا যখন সবাই হতাশ হয়ে যাবে (তখন) তাদেরকে আমিই সুসংবাদ (Good News) দিবো ✯ اَلْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِيحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي ওইদিন সম্মান আর ইজ্জতও আমার হবে, জান্নাতের চাবি (keys)ও আমার হাতে থাকবে ✯ وَاَنَا اَكْرَمُ وَلَدِ اٰدَمَ عَلَى رَبِّي এবং আমার রবের দরবারে আদম সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মান আমারই হবে ✯ আরও বলেন: ✯ ওইদিন হাজার হাজার খাদেম (Servant) আমার চারপাশে ঘুরাফেরা করবে, এমন মনে হবে যেন ছিটিয়ে পড়া সাদা উজ্জল মণিমুক্তা। **(সুনানে দারামী, পৃ:৪৩, হাদিস: ৪৯)** ✯ হাদিসে পাকে রয়েছে: بِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ কিয়ামতের দিন হামদের পতাকা আমার হাতে থাকবে تَحْتِي اٰدَمُ فَمَنْ دُونَه হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এবং তাঁর সমস্ত আউলাদ (তারা নবী হোক, রাসূল হোক, ওলী হোক, অথবা সাধারণ মুসলমান হোক, সমস্ত মাখলুক) আমার পতাকার (flag) নিচে থাকবে।

(ইবনে হাব্বান, ১৭১৯, হাদিস: ৬৪৭৮)

!الله !الله কিয়ামতের সেই ভয়ানক দিন...!! যখন এই জমিনকে তামার জমিনে রুপান্তরিত করা হবে ✯ জাহান্নামের কাছাকাছি করে দেয়া হবে ✯ সূর্য ১০ বছরে যেই তাপ বর্ষণ করে, ততো পরিমাণ গরম একত্রিত করবে ✯ এবং মাথার একদম কাছাকাছি করে দেওয়া হবে **(মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, পৃ:৩৩৮, হাদিস: ২১০১৪)** ✯ রব্বে কাহহার রাগান্বিত হবেন ✯ !الله !الله পিপাসায় সেই তাড়না আল্লাহ পাক আমাদের না দেখাক ✯ গরম এমন হবে যে, আল্লাহ পাক আমাদেরকে রক্ষা করুক ✯ মানুষ ঘামের মধ্যে গোসল করবে ✯ ঘাম বেয়ে বেয়ে পড়ে জমিনের নিচে অনেক গজ পর্যন্ত ভিজে যাবে **(বুখারী, পৃ:১৬০৩, হাদিস: ৬৫৩২)** এরপর যখন জমিন পানি শুষে নিতে পারবে না, ঘাম উপরে ওঠে যাবে, কারো টাকনু পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত আর কেউ কেউ নিজেদের ঘামের পানির মধ্যেই ডুবে থাকবে **(মুসনদে আহমদ, ৭/২১৬, হাদিস: ১৭৯০২)** ✯ আতঙ্কে হৃদয় কণ্ঠনালীতে চলে আসবে **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, পৃ:৪০৯, হাদিস নং: ৭৫৪৬)** ✯ অনেকদিন পর্যন্ত এই অবস্থায় অতিবাহিত করবে ✯ অবশেষে লোকেরা এই বিপদ ও মুসিবতে অতিষ্ট হয়ে কোন সুপারিশকারী তালাশ করবে ✯ খুঁজতে খুঁজতে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর খেদমতে হাজির হবে, সুপারিশ করার আবেদন করবে, উত্তর মিলবে: نَفْسِي نَفْسِي اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِيْ আজকে আমার নিজেকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছে, অন্য কারো কাছে যাও! ✯ হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর খেদমতে হাজির হবে, ওখানেও জবাব মিলবে: نَفْسِي نَفْسِي اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِيْ আজকে আমি নিজেকে নিয়ে চিন্তিত আছি, অন্য কারো কাছে যাও! ✯ হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর খেদমতে যাবে, একই উত্তর মিলবে: نَفْسِي نَفْسِي اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِيْ ✯ হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর খেদমতে উপস্থিত হবে,

ইরশাদ হবে: نَفْسِي نَفْسِي اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِيْ ✯ সর্বশেষ হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর খেদমতে হাজির হবে, ওখানেও একই উত্তর পাবে। **(মুসান্নাফ ইবনে আমি শায়বা, ৭/৪১৫, হাদিস: ৩৬)** ✯ সবার শেষে আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে যাবে, তিনি বলবেন: اَنَا لَهَا! হ্যাঁ! আমিই আছি শাফাআতের জন্য। এখন রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর পবিত্র মাথা মুবারক সিজদায় অবনত করবেন, আল্লাহর হুকুম হবে: يَا مُحَمَّدُ! اِرْفَعْ رَاْسَكَ! হে আমার প্রিয় মাহবুব! আপনার মাথা উঠান! وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ! আপনি বলুন! আপনার কথা শোনা হবে। سَلْ تُعْطَهْ! আপনি চান! আপনাকে দান করা হবে। اِشْفَعْ تُشَفَّعْ! সুপারিশ করুন! আপনার সুপারিশ কবুল (Accept) করা হবে।

(বুখারী, পৃ:১৮০৯, হাদিস: ৭৫১০)

এখন সমস্ত সৃষ্টিজগতের সামনে তাঁর ইজ্জত, তাঁর আযমত, তাঁর মর্যাদা, তাঁর অবস্থান, আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর গ্রহণযোগ্যতার শান স্পষ্ট হয়ে যাবে। অতএব সমস্ত মাখলুক, সকলে তাঁর প্রশংসায় মশগুল হয়ে যাবে। এটিই হলো মকামে মাহমুদ।

اُن کو زیبا ہے عرشِ اعظم پر جلوس

উন কো যেইবা হ্যা আরশে আযম পর জুলূস

রেওয়ায়েতে রয়েছে: (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ পাক রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরশে আযীমের উপর বসাবেন, **(আস সুন্নাতু লি আবি বকর বিন খল্লাল, ১/২১৯, নং: ২৫২)** তখন সমস্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তীরা তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাবে, **(আল ওয়াফা বা আহওয়ালুল মুস্তফা, পৃ:৩৩২)** প্রতিটি যবান তাঁর প্রশংসা নিমগ্ন হয়ে যাবে। **(মু'জামু আউসাত, ৬/২৬৫, হাদিস: ৮৭২৫)**

سُبْحَانَ الله! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি হলো শাফাআতে কুবরা, যার দরজা রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুলবেন, অতঃপর এরপরে তাঁর সদকায় সমস্ত নবী, ওলী, গাউস, কুতুব, আবদাল, এই পর্যন্ত যে, ওলামায়ে কেরাম, হাফিযগণ, হাজ্বীগণ প্রমুখ সকলে শাফাআত করবেন।

শাফাআত সম্পর্কিত হাদিসে মুবারাকা

سُبْحَانَ الله! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামতের দিন শাফাআত করবেন, اِنْ شَآءَ الله করবেন। আসুন! হাদিসে মুবারাকা শ্রবণ করি: ✯ আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: আমাকে অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, হে মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ২টি বিষয় রয়েছে: (১): একটি হলো আপনার অর্ধেক উম্মতকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন (২): দ্বিতীয়টি হলো শাফাআতের অনুমতি (Permission) দান করা হবে, দুইটি থেকে যেকোন একটি গ্রহণ করুন! হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لِاَنَّهَا اَعَمُّ وَاَكْفٰى আমি শাফাআতটি গ্রহণ করে নিয়েছি কেননা এতে লাভবান হবো বেশি **(ইবনে মাজাহ, পৃ:৬৯৯, হাদিস: ৪৩১১)** (অর্থাৎ শাফাআতের মাধ্যমে অর্ধেক নয় বরং সমস্ত উম্মতকে ক্ষমা করিয়ে নিবো) ✯ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: شَفَاعَتِيْ لِلْهَالِكِيْنَ مِنْ اُمَّتِيْ আমার শাফাআত আমার উম্মতের ওইসব লোকদের জন্য যাদেরকে গুনাহে কবীরা ধ্বংস করে দিয়েছে **(মু'জামু কবীর, ১০/১০৫, হাদিস: ১৯৩১৫)** ✯ এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে: شَفَاعَتِيْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِيْ আমার শাফাআত আমার উম্মতের মধ্যে যারা কবীরা গুনাহ করেছে তাদের জন্য **(আবু দাউদ, পৃ:৭৪৬, হাদিস: ৪৭৩৯)** ✯ আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কতজন লোকের জন্য সুপারিশ করবেন? বললেন: اِنِّيْ لَاَرْجُوْ

عَدَدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَشْفَعَ اَنْ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ وَمَدَرَةٍ পৃথিবীর বুকে যতগুলো বৃক্ষ ও পাথর রয়েছে কিয়ামতের দিন তাদের সমপরিমাণ লোককে শাফাআত করবেন। **(মুসনদে আহমদ, পৃ:৯/৭, হাদিস: ২৩৫৮৯)**

উম্মতের প্রতি প্রিয় নবীর ভালোবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন ওই মহান ব্যক্তিত্ব ✯ যাকে আরশে আযীমে বসানে হবে ✯ ওই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যাকে জান্নাতের চাবি দান করা হবে ✯ তিনি হলেন জান্নাতের মালিক ✯ তিনি হলেন কাসিমে নেয়ামত (তথা নেয়ামত বন্টনকারী) ✯ তিনিই হলেন রবের মাহবুব। সুতরাং উৎসর্গিত হোন! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমরা গুনাহগারদের কী পরিমাণ ভালোবাসেন! হাদিসে পাকে রয়েছে: আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর জন্য স্বর্ণের মিম্বর রাখা হবে, সমস্ত নবীরা আপন আপন মিম্বরে তাশরিফ নিবেন কিন্তু আমার মিম্বরটি খালি থাকবে, আমি সেটার উপর বসবো না, আমার ভয় হবে যে এমন যেন না হয়; আমাকে জান্নাতে পাঠানো হলো আর আমার উম্মতেরা একা রয়ে গেল। আমি আরজ করব: يَارَبِّ! اُمَّتِیْ اُمَّتِیْ! হে রব্বে রহমান! আমার উম্মত! আমার উম্মত। ইরশাদ হবে: হে প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার ইচ্ছা? আমি আরজ করব: দয়ালু মাওলা! এদের হিসাব দ্রুত করুন। ব্যস আমি সুপারিশ করতে থাকবো, করতে থাকবো, এই পর্যন্ত যারা জাহান্নামে পৌঁছে গেছে, তাদেরও মুক্তি মিলবে, আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে আনবো, এই পর্যন্ত যে জাহান্নামে নিযুক্ত ফেরেশতা হযরত মালেক (عَلَيْهِ السَّلَام) আরজ করবে: হে প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি আপনার উম্মতের মধ্যে গযবের

নাম-নিশানাও রাখতে দেননি (মু'জামু আউসাত, ২/১৭৮, হাদিস: ২৯৩৭) (অর্থাৎ সবাইকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়েছেন)।

কিয়ামতের দিন রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর গুনাহগার উম্মতের উপর কেমন দয়া করবেন, উম্মতের প্রতি কেমন ভালোবাসা প্রকাশ করবেন! তিনি তো জান্নাতের মালিক, চাইলে তো সবার আগে জান্নাতে তাশরিফ নিতে পারেন বরং জান্নাতের দরজা তিনিই খুলবেন কিন্তু উৎসর্গিত হোন! এমন মহান ভালোবাসার প্রতি! আমরা গুনাহগারদের উপর এমন দয়ার উপর উৎসর্গিত হোন! রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কেমন অনন্য আচরণ হবে!

এটি তো শুধুমাত্র দুনিয়াবী দিক দিয়ে বুঝানোর একটি দৃষ্টান্ত (Example); যদি কোন মায়ের বাচ্চা হারিয়ে যায়, তার অবস্থা কেমন হবে, কেমন তৎপর, কেমন ভালোবাসা আর কী রকম চিন্তিত হয়ে তার বাচ্চাকে খুঁজবে, আমাদের প্রিয় নবী عَلَيْهِ السَّلَام কিয়ামতের দিন সেইভাবে তাঁর গোলামদের খুঁজতে থাকবেন।

কিয়ামতের দিন কোথায় খুঁজবো?

সাহাবিয়ে রাসূল হযরত আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একবার আমি আরজ করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কিয়ামতের দিন আমার জন্যও শাফাআত করিয়েন। বললেন: اَنَا فَاعِلٌ হ্যাঁ! করবো। ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! ✯ আচ্ছা কিয়ামতের দিন আমরা আপনাকে কোথায় খুঁজবো? বললেন: পুলসিরাতের পাশে আসিও ✯ আমি বললাম: যদি ওখানে না পাই তাহলে কোথায় যাবো? বললেন:

তাহলে মিযানের পাল্লায় আসবে ✯ আমি বললাম: ওখানেও যদি না পায় তবে? বললেন: হাউজে কাউসারে আসবে। **(তিরমিযী, পৃ:৫৭৮, হাদিস: ২৪৩৩)**

মূলত তিনি বলছেন: হে আনাস! আমাকে মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে এই ৩টি জায়গায়। আমি পুলসিরাতের নিকটে رَبِّ سَلِّم বলতে থাকবো, আমার উম্মতের নিরাপত্তার জন্য দোয়া করতে থাকবো।

এরপর মিযানের পাল্লায় আমাকে লোকদের প্রয়োজন হবে ✯ আমল ওজন করা হবে ✯ কারো গুনাহের পাল্লা ভারী হবে ✯ কারো একটি নেকী কম হবে ✯ কারো হাজার নেকী কম হবে ✯ কেউ কেউ মাথা থেকে পা পর্যন্ত গুনাহগার হবে ✯ এমন সময় আমার গোলামদের নেকীর পাল্লা ভারী করাতে থাকবো।

তৃতীয় জায়গা হলো হাউজে কাউসার, আমার গোলামরা কিয়ামতের দিন কঠিন পিপাসার কারণে দুর্বল হয়ে পড়বে, আমি তাদেরকে হাউজে কাউসারের পানি পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করতে থাকবো।

আল্লাহ পাক আমরা গুনাহগারদের উপর দয়া করুক! হায়! আমরা বদ নসীবদেরও যেন শাফাআতের সৌভাগ্য নসীব হয়। আসুন! রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আবেদন করি:

اَسْئَلُکَ الشَّفَاعَةَ يَارَسُوْلَ اللهِ! اَسْئَلُکَ الشَّفَاعَةَ يَارَسُوْلَ اللهِ!

ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা অসহায়রা আপনার শাফাআত ভিক্ষা চাইছি।

শাফাআতের উপযুক্তকারী আমল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের ওই আমলও ধারণ করা উচিত যা আমাদেরকে শাফাআতের উপযুক্ত করে তুলে আর ওই কার্যাদি থেকেও বেঁচে থাকা উচিত যা আমাদের সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হয়।

(১): ঈমান

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! কিয়ামতের দিন আপনার শাফাআতের সৌভাগ্য কে অর্জন করবে? قَالَ:لَاۤاِلٰہَ اِلَّااللّٰہُ خَالِصًامِنۡ قَلۡبِہٖ অর্থাৎ যে অন্তরের একনিষ্ঠতার সাথে কালিমায়ে তায়্যিবা পাঠ করবে, সে শাফাআতের উপযুক্ত। **(বুখারী, পৃ:১০০, হাদিস: ৯৯)**

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ শাফাআতের উপযুক্ত করা এই নেকী (অর্থাৎ ঈমানের দৌলত) তো আমাদের নসীব হয়েছে, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আমরা সকলে মুসলমান। আল্লাহ পাকের বড় দয়া যে, তিনি আমাদেরকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন, আল্লাহ পাক আমাদেরকে এর উপর অটলতা নসীব করুক। হায়! আমরা যেন মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমান থাকি। কখনো যেন এক সেকেন্ড (Second) এর কোটি ভাগের এক ভাগের জন্যও আমরা ঈমান থেকে আলাদা না হই।

(২): শাফাআতের প্রতি ঈমান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিয়ামতের দিন শাফাআতে মুস্তফা পাওয়ার জন্য আজ, এই দুনিয়াবী জীবনে শাফাআতের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান

রাখাও জরুরী। হাদিসে পাকে রয়েছে: সুপারিশকারী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত সত্য فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا যে এর উপর ঈমান আনবে না সে (শাফাআতের) উপযুক্ত থাকবে না। **(জামে সগীর, পৃ:৩০১, হাদিস: ৪৮৯৬)**

আজ এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, শাফাআতে কুবরার অধিকারী হলেন আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। আজ এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, কিয়ামতের দিন রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের মাহবুব হওয়ার যেই শান সেটা দেখানো হবে, তিনি শাফাআত করবেন এবং গুনাহগারদেরকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবেন।

(৩): মদীনায় হাজিরী

হাদিসে পাকে রয়েছে:

مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ

অর্থাৎ যে আমার কবরের যিয়ারত করল, তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে গেল। **(দারে কুতনী, পৃ:২১৭, হাদিস: ২৬৬৯)**

سُبْحَانَ الله! প্রতীয়মান হলো; যে ব্যক্তি মদীনা শরীফে উপস্থিত হয়ে যায়, নূরানী রওযার যিয়ারত করার সৌভাগ্য অর্জন করে, তার জন্য সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়। অতএব আপন হৃদয়ে মদীনার শরীফের ভালোবাসা বৃদ্ধি করা উচিত, চেষ্টা করা দরকার যে, কিভাবে আমাদেরও মদীনায়ে পাকের হাজিরী নসীব হয়, এজন্য অধিকহারে দরুদ পাঠ করুন ✯ মদীনার স্মরণে কান্না করুন ✯ এর সাথে সাথে মদীনায় যাওয়ারও চেষ্টা করুন, প্রয়োজন হলে লোক নিজের প্লাট বিক্রি করে দেয়, গাড়ি

বিক্রি করে দেয়, অল্প অল্প করে টাকা সঞ্চয় করে, যেখানে দুনিয়াবী প্রয়োজনের জন্য এসবকিছু করা যায় তাহলে মদীনা যাওয়ার জন্য কেন করা যায় না। যাইহোক! যার যতটুকু স্পৃহা, যার যেমন অবস্থা, অতএব! আমাদের ভেতর মদীনার প্রেম থাকা দরকার। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই ভালোবাসা নসীব করুক।

(৪): চল্লিশটি হাদিস মুখস্ত করে নিন!

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দ্বীনি বিষয় সম্বলিত ৪০টি হাদিস মুখস্ত করে আমার উম্মত পর্যন্ত পৌঁছে দিবে, আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করবো এবং তার জন্য সাক্ষী দিবো। **(মিশকাতুল মাসাবীহ, অংশ: ১, ৬৮/২৫৮)**

سُبْحَانَ الله! শাফাআতের উপযুক্ত হওয়ার জন্য এটাও কত সুন্দর পদ্ধতি। হাদিস মুখস্ত করুন! আফসোসের বিষয় হলো বর্তমান আমাদের হাদিস মুখস্ত করার চিন্তাধারা খুব কম, আগেকার মুসলমানরা হাজারো কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে হাদিস মুখস্ত করতেন, এখন তো হাদিস মুখস্ত করা, হাদিস পড়া অনেক কঠিন হয়ে গেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আল মদীনাতুল ইলমিয়া ৪০টি হাদিস সম্বলিত কিতাব বের করেছে, যেমন ✯ مُنْتَخَب اَحَادِيث ✯ اَرْبَعِيْنِ عَطَّار ✯ اَلْاَرْبَعِيْنُ النَّوَوِيَّه ✯ اَرْبَعِيْنِ حَنَفِيَّه ✯ فِيضَانِ چَهَل حديث। এসব কিতাবাদি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করুন! অথবা দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net থেকে ডাউনলোড করুন। اِنْ شَآءَ الله ৪০টি হাদিস মুখস্ত করার ফযিলত অর্জন করতে সহায়ক হবে।

নেক আমল নম্বর ৮ এর প্রতি তাকিদ

سُبْحَانَ الله! হে আশিকানে রাসূল! দরুদ শরীফ সংক্ষিপ্ত ও আজিমুশ শান আমল কিন্তু এটির সাওয়াব কত চমৎকার যে, এর বরকতে হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফাআত ওয়াজিব হয়ে থাকে। সুতরাং শাফাআতে মুস্তফার হকদার হতে অধিকহারে দরুদে পাক পাঠ করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে বিভিন্ন সময়ে দরুদে পাক পাঠ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে এবং দরুদ শরীফ পাঠ করার তাকিদ তো "৭২ নেক আমল" এর মধ্যেও রয়েছে, অতএব "৭২ নেক আমল" এর মধ্যে একটি আমল হলো ৮ নম্বর "আপনি কি আজকে কমপক্ষে ৩১৩বার দরুদ শরীফ পড়েছেন? এই নেক আমলের উপর যদি আমরা আমল করি তবে আমরা দরুদ ও সালাম পাঠ করতে অভ্যস্ত হয়ে যাবো। সুতরাং দরুদ ও সালাম পাঠ করার অভ্যস্ত হওয়ার জন্য নেক আমলের উপর আমল করুন, সব সময় নিজের কাছে একটি তাসবীহ অবশ্যই রাখুন যার মাধ্যমে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দরুদ শরীফ পড়তে থাকবেন। এই সকল অভ্যাসগুলোকে ধারণ করার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এটির বিভাগে নিজের খেদমত পেশ করুন এবং দুনিয়া ও পরকালের বরকত অর্জন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যিকির ও দরুদের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যিকির ও দরুদের কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করুন। আগে ২টি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শুনে নিন: (১) তিনি বলেন: আপন রবের যিকিরকারী আর যে যিকির করে না তাদের উদাহরণ হলো জীবিত আর মৃতের মতো। **(বুখারী, ৪/২২০, ৬৪০৭)** (২): বললেন: কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী থাকবে ওই ব্যক্তি যে আমার উপর অধিক পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করবে। **(তিরমিযী, ২/২৭, হাদিস: ৪৮৪)** ✯ যিকরুল্লাহ সর্বাদাই রুহানী খোরাক। ✯ কিছু কিছু আউলিয়ায়ে কেরাম তিন বছর ধরে কোন পানি পান করেননি কিন্তু জীবিত থাকতেন যিকরুল্লাহর কী বরকত। **(মিরাতুল মানাজীহ, ৭/৩২০)** ✯ অধিকহারে আল্লাহর যিকির করো, আল্লাহ পাকের খাস তথা বিশেষ বান্দা হয়ে যাবেন। **(আ'রাবী কে সুওয়াল আওর আরবী আক্বা কে জাওয়াবাত, পৃ:৩)** ✯ হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর বাণী: মোরগ বলে: اُذْكُرُوا اللهَ يَا غَافِلِيْن অর্থাৎ হে গাফিলরা! আল্লাহ পাকের যিকির করো। **(ফয়যুল কদীর, ১/৪৮৮, হাদিসের ব্যাখ্যা: ৬৯৫) (প্রাগুক্ত পৃ:৩৯)** ✯ দরুদ শরীফ এমন একটি আমল যেটা স্বয়ং আল্লাহ পাক করে থাকেন। **(গুলদস্তা দরুদ ও সালাম, পৃ:১৭)** ✯ যদি কোন কাজ এমন থাকে যা আল্লাহ পাক এবং ফেরেশতারাও করে এবং মুসলমানদেরকেও করার হুকুম দেওয়া হয়েছে সেটা হলো শুধুমাত্র রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ প্রেরণ করা। **(গুলদস্তা দরুদ ও সালাম, পৃ:২০)** ✯ আল্লাহ পাকের দরুদ হলো রহমত অবতীর্ণ করা, ফেরেশতা আর আমাদের দরুদ হলো রহমতের দোয়া করা। **(গুলদস্তা দরুদ ও সালাম, পৃ:২১)** ✯ দরুদ শরীফ পাঠ করা মূলত স্বীয় প্রতিপালকের দরবার থেকে চাওয়ার একটি সর্বোত্তম মাধ্যম। **(গুলদস্তা দরুদ ও সালাম, পৃ:২২)**

ঘোষণা

যিকির ও দরুদের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বলা হবে। সুতরাং সেগুলো জানার জন্য অবশ্যই তরবিয়্যতি হালকায় অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২০ আগস্ট ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

যিকির ও দরুদের অবশিষ্ট মাদানী ফুল

☆ দরূদ ও সালাম পাঠ করা আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির কারণ। **(গুলদস্তায়ে দরূদ ও সালাম, পৃ:১২)** ☆ বরকত অর্জন, মারিফাত অর্জন এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য লাভের জন্য অধিক পরিমাণে দরূদ ও সালাম পাঠের চেয়ে বড় কোনো মাধ্যম নেই। **(গুলদস্ত দরূদ ও সালাম, পৃ:১৭)** ☆ দরূদ শরীফ হলো দোয়া কবুল হওয়ার মাধ্যম। **(ফিরদাউসুল আখবার, ২/২২, হাদিস: ৩৫৫৪)** ☆ দরূদ শরীফ সমস্ত পেরেশানী দূর করার জন্য এবং সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট। **(দুররে মানসূর, পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৫৬-এর অধীনে, ৬/৬৫৪, সংক্ষেপিত)** ☆ দরূদ শরীফ গুনাহের কাফফারা। **(জালাউল আফহাম, পৃ:২৩৪)** ☆ সদকার স্থলাভিষিক্ত, বরং সদকা থেকেও উত্তম। **(জাজবুল কুলুব, পৃ:২২৯)** ☆ দরূদ শরীফ দ্বারা বিপদ-আপদ দূর হয়। ☆ রোগব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ হয়। ☆ ভয় দূর হয়। ☆ জুলুম থেকে মুক্তি লাভ হয়। ☆ শত্রুদের ওপর বিজয় অর্জিত হয়। ☆ দরূদ শরীফ পাঠ করলে কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি লাভ হয়। ☆ মৃত্যুর যন্ত্রণায় সহজতা হয়। ☆ দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক বিষয়াদি থেকে মুক্তি মিলে। ☆ অভাব-অনটন দূর হয়। ☆ ভুলে যাওয়া জিনিস মনে পড়ে যায়।

(জযবুল কুলুব, পৃ:২২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের নেয়ামত পাওয়াকালীন দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সপ্তাহিক ইজতিমার সিডিউল অনুযায়ী "আল্লাহ পাকের নেয়ামত পাওয়াকালীন দোয়া" মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এটি আমার রবের অনুগ্রহ।

(ফয়যানে দোয়া, পৃ:২৬০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া থেকে বেঁচেছি কি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও

শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰه পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

☆ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ☆ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ☆ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد